দৈনিক ইনকিলাব

25

তারিখ ··· ··· FEB 14 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ব্যবস্থায় ভয়াবহ ধস– প্লে-গ্রুপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতে চলে যাচ্ছে

ভেঙে যাচ্ছে জাতির মেরুদন্ড

জামাল উদ্দিন বারী

শিক্ষা ব্যক্তি-চরিত্র গঠন ও বিকশিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। আবার কোন দেশের সম্মিলিত জনসমাজের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষার হার ও গুণগতমানের ওপর সে জাতির বৈশিষ্ট্য, ভিত্তি ও অবস্থান নির্ভরশীল। কিন্তু দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে আজকে যে সীমাহীন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা চলছে এর পেছনে কারা দায়ী? আজকে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত এই নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির শিকার। জাতীয় চরিত্র ও নেতৃত্ব বিনির্মাণের পবিত্র অঙ্গনগুলো কলুষিত হলে জাতির বর্তমান হীনদশা থেকে উত্তরণের ভবিষ্যৎ স্বপ্নটুকুও চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

পাঠ্যপুস্তক বিপর্যয়

শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। সুতরাং জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হলে প্রথম আঘাতটা এখানেই হানতে হবে, একথা ভালভাবেই জানে ভিনদেশী দালাল ও কুচক্রী মহল।

আর উচ্চ, শিক্ষাঙ্গনগুলোতে অনেক আগেই বিশৃঙ্খলা ও অশিক্ষার বিষবৃক্ষের জন্ম দেয়া হয়েছে। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দিকে তাকালে সেই বিষবৃক্ষেরই কালো ছায়া দেখা যায় এখন। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা চালু আছে বিগত সরকারের আমল থেকেই। কিন্তু বর্তমান সরকারের গত কয়েক বছর যাবত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুস্তক বিতরণে অনিয়ম ও শৈথিল্য ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করেছে। শিশুরা কোমল হৃদয়ের অধিকারী। স্কুলগামী শিশু বার্ষিক পরীক্ষার ফল বের হওয়ার সাথে সাথেই নতুন বইয়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে শিশুমনে বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। যেহেতু প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যপুস্তক বেসরকারীভাবে ছাপানো ও বিক্রি নিষিদ্ধ– সেহেতু অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন। নতুন শিক্ষাবর্ষের এক মাসের অধিক সময় পার হয়ে গেলেও দেশের অধিকাংশ স্থানেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছেনি। অন্যদিকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এসব সরকারী পাঠ্য বই এখন দেশের বিভিন্ন শহরের ফুটপাতে, বইয়ের দোকানে প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে। বইয়ের গায়ে কোন মূল্য লেখা না থাকায় অসহায় অভিভাবক-ক্রেতারা নানাভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। বিনামূল্যে বিতরণের এসব বই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছায়। কিন্তু কোন্ শক্তির বলে বিনামূল্যের বই শিশুদের হাতে না গিয়ে কালোবাজারে উপস্থিত হয়– তার জবাব কে দেবে? জানা গেছে, কালোবাজারে বিক্রীত এ ধরনের সব বইতেই বিভিন্ন শিক্ষা অফিসের সীল যুক্ত রয়েছে। অতএব সহজেই অনুমেয় যে, এই মারাত্মক দুর্নীতি প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ স্তরের সরকারী কর্মকর্তাদেরও হাত রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা তদন্তের কোন পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করা হয়নি, জাতির মৌলিক স্বার্থে তা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। বিতরণকৃত সরকারী পাঠ্য বইয়ের কাগজ ও মুদ্রণ অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ উঠেছে– এ বিষয়টিও খতিয়ে দেখা দরকার।

ভারতমুখী প্রবণতা এবং...

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার অজুহাতে একশ্রেণীর সুবিধাভোগী মানুষ নিজেদের সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য দেশের বাইরে বিশেষ করে ভারতে পাঠিয়ে থাকেন। কিছুদিন আগেওসীমিতসংখ্যক উচ্চবিত্ত অভিভাবক তাদের সন্তানকে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট থেকে বাঁচিয়ে নির্বিঘ্নে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে পাঠাতেন। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের মত আজ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও শিক্ষার নামে ভারতমুখী স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, আজ যখন দেশের বিভিন্ন শহরে 'ভারতের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলিতেছে' জাতীয় ব্যানার অবাধে ঝুলতে দেখা যায়, তখন প্রশ্ন জাগে, আমরা কি স্বাধীন দেশের নাগরিক, নাকি ভারতীয় ডোমিনিয়নের কোন প্রদেশে বাস করছি। ভারতগামী হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পেছনে এই দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়ে যাচ্ছে। দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা জিইয়ে রেখে তার অর্থনৈতিক সুফল অন্য দেশের হাতে তুলে দিচ্ছে যারা, সেই নেপথ্য শক্তিকে এখনই খুঁজে বের করা দরকার।

যত যাই হোক, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের উপযোগী করে তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। একটি শিশু তার বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করার পূর্বেই তাকে ভিন্ন দেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের মানেই হচ্ছে, শিশুটিকে তার স্বদেশের শেকড় থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম– স্বদেশের সঠিক ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মকে জানার, বুঝার আগেই ভিনদেশী প্যাগনিজম সংস্কৃতির দীক্ষা নিক– তা দেশবাসীর কাম্য হতে পারে না। দেশের এই অপূরণীয় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেপড়া দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাতে হবে শক্ত হাতে, ফিরিয়ে আনতে হবে শিক্ষার সঠিক পরিবেশ। নতুবা জাতির মেরুদণ্ড অন্যের হাতে চলে যেতে পারে।